Mubaahaalaa

@anonymous · 16h

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
আল ফুরকান মিডিয়া ফাউন্ডেশন
পরিবেশিত
মুজাহিদ শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল আদনানী আশ-শামীর বক্তব্য
ইরাক ও শামের দাওলাতুল ইসলামের সরকারী মুখপাত্র
হাফিজাহুল্লাহ
শিরোনাম

"অতঃপর আমরা মুবাহালা করি যে, কাজ্জাবদের উপর আল্লাহর লা'নত"

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি পরাক্রমশালী, মহাশক্তিশালী। এবং সালাত এবং সালাম বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি যাঁকে তরবারিসহ দুনিয়াবাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছে। অতঃপর-

আল্লাহ্‌ তা'লা বলেন-
হে ঈমানদারগণ! যদি কোন ফাসিক তোমাদের কাছে কোন বার্তা নিয়ে আসে, তাহলে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখ, এ আশঙ্কায় যে, জাহালাতবশত তোমরা কোন কাওমকে আক্রমণ করে বসবে, ফলে তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে অনুতপ্ত হতে হবে। [৪৯:৬]

আর তিনি তা'লা বলেন-
হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। [৯:১১৯]

তার প্রতি যে জিহাদ ফীসাবিলিল্লাহ করতে চায়... তার প্রতি যে আল্লাহ্‌র দ্বীনের নুসরাত করতে চায়... সেই ব্যক্তির প্রতি যে সত্যিই আল্লাহ্‌র শরীয়াহর শাসন চায়... সেই ব্যক্তি যে ঘটনাবহুল কারণে সংশয়ে পড়ে গেছে এবং ফিতনাহর ভয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে এবং ন্যায়পরায়ণতা চায়... সেই ব্যক্তি যে থামতে চায়, ফিরে যেতে চায় কিংবা নিরপেক্ষ থাকতে চায়... মনোযোগ দিয়ে আমায় শুনুন আর প্রতিফলিত করুন... একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি নিরপেক্ষ থাকুন এবং চিন্তা করুন-

আপনার রব ﷻ আপনাকে বলেন-
অবশ্যই মুমিনদের মধ্যে শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও মুশরিকদেরকেই আপনি সবচেয়ে উগ্র দেখবেন। [৫:৮২]

আর তিনি আপনাকে বলেন-
আর তারা সবসময় তোমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে থাকবে, যে পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে না দেয়, যদি তারা সক্ষম হয়। [২:২১৭]

আর তিনি বলেন-
বরং তোমরাই তো দিবারাত্রি চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সমকক্ষ স্থির করি। [৩৪:৩৩]

সুতরাং, যদি আপনি হক্ব জানতে চান তবে আল্লাহ্‌র প্রতি নিরপেক্ষ থাকুন এবং তাকান... কারা আজ আমেরিকার তিক্ত শত্রু আর কারা ইয়াহুদী এবং রাফিদাহ আর তাগুতদের লেজের (অনুসারী) প্রতিরোধ করছে... কারা তারা যারা তাদের ক্রোধান্বিত করছে?... এটা কারা যারা তাদের আমানের জন্য হুমকি হয়েছে?... কারা তাদের ঘুম কেড়ে নিচ্ছে?... কারা তাদের চিন্তার খোরাক হয়েছে আর সন্ত্রস্ত করছে?... কারা তারা যাদের প্রতি তারা দিবারাত্রি চত্রান্ত আর ষড়যন্ত্র করছে?... কারা তারা যাদের প্রতি তারা তাদের সমস্ত মিডিয়াকে পরিচালিত করছে আর এলান করে তাদের দুর্নাম করছে, কলঙ্কিত করছে, বিকৃত করছে, চূর্ণবিচূর্ণ করছে, দোষারোপ করছে, কুৎসা রটাচ্ছে, উস্কানি দিচ্ছে আর সমবেত হচ্ছে?... সন্দেহাতীতভাবে তারা হচ্ছেন মুজাহিদিন, কিন্তু আমি আপনাদের আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করি, হে জিহাদ প্রত্যাশীগণ-

দাওলাতুল ইসলাম কি এই তালিকার শীর্ষস্থানে নেই?... আমি আপনাদের আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করি, জমিনে বুকে কি এমন কোন কিছুর অস্তিত্ব কি আছে যে কুফরী জাতিসমূহ মিল্লাতগতভাবে এবং মতাদর্শিকভাবে যুদ্ধে সম্মত হয়েছিল আর তা দাওলাহর মতোই করতে চেয়েছিল?... আর এরপরেও তারা দাবী করে দাওলাহ ইরাকের জিহাদ বিনষ্ট করেছে আর শামেও বিনষ্ট করতে চায়! আমি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে জিজ্ঞাসা করি, হে হক্কের তালিব-
যদি দাওলাহ জিহাদ বিনষ্টকারী হতো, কুফরী জাতীসমূহ কি তবে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করতো আর একে নির্মূল করতে চাইতো?... যদি এই দাবিসমূহ সত্যই হতো তাবে কি তাদের জন্য একে একা ছেড়ে দেওয়াই দাওয়া হতো না?... নাকি কুফরী জাতিসমূহ আর তাগুতের অনুসারীরা জিহাদের রক্ষক হয়ে গেল এবং একে নিরাপত্তা দিতে আগ্রহী হয়ে গেল?... হে আল্লাহ্‌র দ্বীনের সাহায্য কামনাকারী, আপনি কি সেলিম ইবলিসের পদে থাকতে চান?... অথবা জারবার হিজবে (জাতিসঙ্ঘ), অথবা জামাল মারুফের মিলিশিয়ায়, কিংবা আহ্‌ফাদ আর-রাইসে অথবা উত্তরা গ্যাঙে, অথবা আফাশ এবং হাইয়্যানির আর জাজিরায়?... আর যাদের পেছনে রয়েছে আল সালুল, আম্রিকা আর পশ্চিমা কাফেরেরা?... তাই ওয়াল্লাহি, দাওলাহর বিরুদ্ধে আপনার লড়াইয়ে তাদের সমর্থন এবং উল্লাসই আপনার জন্য যথেষ্ট কারণ দাওলাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার... অথবা নুসরত করা যারা এর বিরুদ্ধে কিতাল করে... আনন্দের পাশাপাশি নুসাইরি এবং রাফিদাহরা যা করে থাকে... হে ন্যায়পরায়ণতা প্রত্যাশী, আপনার নবী ﷺ বলেছেন-

শামে যাও, কেননা কেননা তা আল্লাহর পছন্দনীয় ভূমির একটি, সেখানে তিনি তাঁর সর্বোত্কৃষ্ট বান্দাদের একত্র করবেন। [সুনান আবু দাউদ #২৪৮৩]

তাই শামের জমিনে মুহাজিরদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করুন, তারা আজ কোন পদে অবস্থান করছেন?... আপনি কি মনে করেন হে বিভ্রান্তে নিমজ্জিত, তারা কি তাদের ঘরবাড়ি, তাদের সম্পদ আর তাদের জাতীকে ছেড়ে এসেছেন এই কারণে যে তারা জিহাদকে বিনষ্ট করবেন?... নাকি তারা জিহাদ ফীসাবিলিল্লাহর জন্য এসেছেন?... তারা কি তাদের পরিবার পরিজন এবং তাদের প্রতি নির্ভরশীলদের ছেড়ে এসেছেন এবং তাদের প্রিয়জনদের থেকে আলাদা হয়েছেন এই কারণে যে জিহাদ ফীসাবিলিল্লাহর মুজাহিদদের বিরুদ্ধে কিতাল করবেন, নাকি তাওয়াগিত এবং মুফসিদ্বীনদের বিরুদ্ধে কিতাল করা এবং দ্বীনের নুসরতের জন্য এসেছেন?... তারা কি প্রস্থান করেছেন এই কারণে যে তারা সম্পদ চুরি করবেন আর মুসলিমদের বিরুদ্ধাচরণ করবেন, নাকি মুসতাদআফিনদের পবিত্রতা এবং সম্মানের জন্য এসেছেন?... হে মুহাজিরগণ যারা এখনও সেই উপদলসমূহে অবস্থান করছেন, থামুন এবং আপনার আশেপাশে পরীক্ষা করুন এবং দেখুন মুহাজিরদের মধ্যে কতজন আপনার সাথে অবস্থান করছেন।... হে আনসারগণ, আপনার রবের ﷻ কথা স্বরন করুন,...

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে এবং জিহাদ করেছে আল্লাহর পথে, তারাই আল্লাহর রহমাহ প্রত্যাশা করে। [২:২১৮]

আর তা'লা বলেন-
নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, জীবন ও সম্পদ দ্বারা জিহাদ ফীসাবিলিল্লাহ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারা পরস্পর পরস্পরের অভিভাবক। [৮:৭২]

আর তা'লা বলেন-
আর যারা ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে এবং জিহাদ ফীসাবিলিল্লাহ করেছে, আর যারা আশ্রয় দান করেছে এবং সাহায্য করেছে, তারাই প্রকৃত মুমিন তাদের জন্য মাগফিরাত ও সম্মানজনক রিজিক রয়েছে। [৮:৭৪]

তাই মুহাজিরদের আশ্রয় প্রদান করুন হে আনসারগণ, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাবারাক ওয়া তা'লা বলেছেন-
আর যারা জুলুমের শিকার হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরত করেছে, আমরা অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় হাসানাহ দান করবো; আর আখিরাতের পুরস্কারই অধিক শ্রেষ্ঠ। যদি তারা জানতো! [১৬:৪১]

আর তিনি বলেন-
তারপর যারা নির্যাতিত হওয়ার পর হিজরত করে, পরে জিহাদ করে এবং সবর করে, নিশ্চয় আপনার রব এ সবের পর, তাদের প্রতি অবশ্যই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [১৬:১০]

মুহাজিরদের আশ্রয় প্রদান করুন হে আনসারগণ, বস্তুতঃ তারা হচ্ছে প্রত্যেক জিহাদের ময়দানে আমানের ঘাটি... আশ্রয় প্রদান করুন মুহাজিরদের হে আনসারগণ, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ই তাদের জামিনদার... আশ্রয় প্রদান করুন মুহাজিরদের হে আনসারগণ, তাদের আশ্রয় প্রদান করুন আর তাদের সাহায্য করুন, বস্তুতঃ আল্লাহ্‌ তাদের কখনো পথভ্রষ্ট করবেন না... আশ্রয় প্রদান করুন মুহাজিরদের হে আনসারগণ, বস্তুতঃ মুহাজির এবং আনসারগণ ব্যতীত জিহাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না... তাই সতর্ক হোন যিনি আল্লাহ্‌র রহমাহর প্রত্যাশা করেন।... আপনার অজ্ঞাতসারে আশ্রিকার হাতের তলোয়ার হবেন না আর না হবেন নুসাইরিদের তীরের কাম্পা।... গণতন্ত্রের খন্দকে অবস্থান করবেন না যখন তা আপনি উপলব্ধি না করেন।... তাই আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করুন হে আল্লাহ্‌র বান্দা... আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করুন হে আল্লাহ্‌র বান্দা... মাজলুম দাওলাহর আল্লাহ্‌কে ভয় করুন হে আল্লাহ্‌র বান্দা... সকলে একত্রিত হয়েছে এর পতনের, একে মুছে ফেলতে আর একে সমাপ্ত করার জন্য... সবাই এর বিরুদ্ধে কিতালের জন্য সর্বসম্মত হয়েছে আর তা বহু কারণ এবং তোহমতের ইখতেলাফ স্বত্বেও, আর (সবার) একক লক্ষ্য হচ্ছে... দাওলাতুল ইসলামকে মুছে ফেলা... সমস্ত মাসলাহা একীভূত হয়েছে, এবং সমস্ত ধারা এর উপর একত্রিত হয়েছে, আর তাই সবাই দাওলাতুল ইসলামের বিরুদ্ধে কিতাল করছে... তাদের কলবসমূহের ইখতেলাফ রয়েছে, তাদের জমায়েতসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাদের সমাবেশসমূহ ছত্রভঙ্গ হয়েছে, দাওলাহর ব্যাপার ব্যতিরেকে... ইয়াহুদী এবং সলিবেরা (ক্রুসেডাররা) আর তাদের অনুসারী তাগুতেরা এই অভিযোগে কিতাল করছে যে আমরা মুজরিম ইরহাবী, তাদের কানুন থেকে খাওয়ারিজ... রাফিদাহ এবং নুসাইরিরা এই অভিযোগে কিতাল করছে যে আমরা ওয়াহাবী, কাফের, আশ্রিকা, ইয়াহুদি এবং আল-সালুলের দালাল... ইরাকের সাহাওয়াতের এই অভিযোগে আমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করছে যে আমরা হচ্ছি ইরানের দালাল... শামের সাহাওয়াতের এই অভিযোগে আমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করছে যে আমরা হচ্ছি নুসাইরি এবং তাদের নিজামের দালাল... জাবহাতুল ইসলামিয়্যা- জাবহাত আল দিরার, জাবহাত আল সালুল এই অভিযোগে আমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করছে যে আমরা হচ্ছি খাওয়ারিজ... জাবহাত আল জাওলানী- গাদ্দার এবং খিয়ানতের জাবহাত এই দাবী করে আমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করছে যে আমরা হচ্ছি কুফরের নিকটবর্তী বুগাত যারা আল্লাহ্‌র শরীয়াহ দ্বারা শাসনে বাধা দিচ্ছে... সুতরাং কি আজব, কি আজব সুবহানাল্লাহ!... আমরা যদি কারও কাছে একটা দলিল চাই যা তারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে এবং যার জন্য আমাদের বিরুদ্ধে কিতাল করে থাকে, তবে তারা তা করতে সক্ষম হবে না... আর সেগুলো মিথ্যা অভিযোগ এবং বাতিল তোহমৎ হিসাবে থেকে যায়, যার কোন হুজ্জাহ বা দলিল নেই... আরযার একটা সিফাতও দাওলাতুল ইসলামের সাথে যায় না... এটা এমনভাবে চিত্রিত করা হয়েছে যেন আমরা হচ্ছি পুরাদস্তুর মুতলাক (মন্দ), এই পরিমাণে যে ইরাক কিংবা শামে দাওলাহ এর জন্য দায়ী যা ব্যতীত আর কোন বালা ঘটে না... যদি কোন বাড়ি বা পাড়ায় হামলা হয়, তারা বলবে এটা দাওলাহর কারণে হয়েছে... যদি কোন পাড়ায় কিংবা বাড়িতে গোলাবর্ষণ হয়, তারা বলবে এটা দাওলাহর কারণে হয়েছে... যদি কোন মহিলা বা শিশু নিহত হয়, তারা বলবে এটা দাওলাহর কারণে হয়েছে... যদি কোন গণকবর আবিষ্কৃত হয় কিংবা একটা মৃত দেহ পাওয়া যায় বা একটা মৃত দেহ, কিংবা কাউকে গুপ্তহত্যা করা হয়, তারা বলবে এটা দাওলাহর ছাড়া আর কে করেছে... যদি কাউকে অপহরণ করা হয়, তারা বলবে দাওলাহ হলো অভিশাপ... যদি বিদ্যুৎ কেটে দেয়া হয় কিংবা পানি আটকে রাখা হয়, তারা বলবে এটা দাওলাহর কারণে হয়েছে... যদি আকাশ বৃষ্টিবর্ষণ বন্ধ করে দেয় আর জমিন শুকিয়ে যায়, তারা বলবে এটা দাওলাহর কারণে হয়েছে... কি আজব হে দাওলাহ... কি আজব তুমি হে দাওলাহ! সবাই দাওলাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, আর এটা বিলুপ্ত করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করছে... আর সবাই অভিযোগ দাওলাহ সবার সাথেই শত্রুতা করে আর সবার সাথে কিতাল করতে চাচ্ছে... আল্লাহ্‌র কসম হে কাওম, আমাদের কাছে এমন একটি দলের কথা উল্লেখ করুন যাদের সাথে আমরা কিতাল শুরু করেছিলাম তারা শুরু করার আগেই... কারণ তারা আমাদের ক্ষতি করে তার বিরুদ্ধে আমরা তাদের সাথে সহনশীলতা ও ধৈর্যের সাথে মুআমালা করি, কিন্তু তারা সহনশীলের ক্রোধকে ভয় পায় না... আর পরিবর্তে তারা আমাদের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসে এবং আমাদের সাথে কিতাল শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে এটা হচ্ছে দিনার এবং ডলার, এটা হচ্ছে অন্ধ ঈর্ষা আর কালো নোংরা পরশ্রীকাতরতা... আর প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রতিদিন তাদের আহ্বান করি-

"হে লোকসকল, কোন শর্ত ছাড়াই, কোন চক্রান্ত অথবা ষড়যন্ত্র ছাড়াই আমাদের থেকে দূরে থাকো যাতে আমরা তোমাদের থেকে দূরে থাকতে পারি"... তাহলে তোমাদের কি হল?... রাফিদাহদের বিরুদ্ধে আমাদের একা ছেড়ে দাও... নুসাইরিদের বিরুদ্ধে আমাদের একা ছেড়ে দাও... সলিবিদের বিরুদ্ধে আমাদের একা ছেড়ে দাও... ইয়াহুদিদের বিরুদ্ধে আমাদের একা ছেড়ে দাও... যদি আমরা আজারিকাহদের (খাওয়ারিজদের মধ্যে সবচেয়ে চরমপন্থি দল) থেকেও গুলাত হতাম... তখন যারা জিহাদের আহ্বান করে, তাদের ওপর আমাদের আক্রমণ করা বন্ধ করতে হবে যতক্ষণ না আমরা তাদের আক্রমণ করছি... এবং আমরা রাফিদাহ এবং নুসাইরিদের বিরুদ্ধে (কিতাল) করতে শুরু করেছি... যতক্ষণ না আমরা চরম সীমালঙ্ঘনকারী শত্রুর বিরুদ্ধে কিতাল চালু রাখছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের নুসরত করা উম্মাহর উপর আবশ্যক... সুতরাং এই হচ্ছে অবস্থা – আর আল্লাহ্‌ আমাদের স্বাক্ষী - কীভাবে আমরা গুলাতদের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে মোকাবিলা করেছি যারা সমস্ত জামাআতের মধ্যে বিদ্যমান ছিলো, নবীর ﷺ সময় থেকে... আপনি কি শোনেননি তাদের পিতামহ যা বলেছিল- "তাদিল (ন্যায্যতা) করুন হে মুহাম্মাদ, কারণ আপনি তাদিল করেননি"... আর আমরা যারা তাদের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন, আমরা কঠোরভাবে তাদের আচরণ সংশোধন করছি, আর তাদের হাতে কলমে তালিম দিচ্ছি... আর আমরা এতদ্বারা সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যারা আমাদেরকে গুলাতের জন্য অভিযুক্ত করে – আলিম, কিংবা শায়খ কিংবা দায়ী কিংবা কাজীদের... বিশ্বের যে কোন জায়গায়, কর্তৃত্বে থাকা সকলের কাছে বা নেতাদের বা জুনুদদের যেকোন দলের প্রত্যেক মুসলিমকে... দাওলাতুল ইসলামের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় আসতে, তা হোক ইরাকে কিংবা শামে, এবং আমাদের এলাকাসমূহ, ক্যাম্পসমূহ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের চারপাশে ঘুরে দেখতে... এবং তারা আমাদের জুনুদদের, নেতাদের এবং উমারাহদের মধ্যে যাকে খুশি দেখা করতে পারে, যাতে তারা নিজেরাই তা দেখতে এবং শুনতে পারে... জিজ্ঞাসা করুন, তদন্ত করুন এবং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন আর তারপর আমাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিন এবং আমাদের আক্বিদাহ এবং মানহাজের স্বাক্ষী হোন এবং আমি বিশেষভাবে এই দাওয়াত দিচ্ছি ঐসকল দলের জুনুদদের প্রতি... সুতরাং যারা জিহাদ ফীসাবিলিল্লাহর আকাঙ্ক্ষা রাখে, সতর্ক হোন এবং প্রতারিত হবেন না... যাতে আপনি ফীসাবিলিল্লাহ থেকে বিচ্যুত হতে পারেন এবং কিতাল ফীসাবিলিল্লাহর মুহাজিদদের বিরুদ্ধে কিতাল করতে পারেন... আর এই হচ্ছে আমাদের খোলা দরজা, তাই আসুন এবং দেখুন আপনাদের নিজ চোখে এবং নিজ থেকে সিদ্ধান্ত নিন... আল্লাহ্‌র কসম আপনারা আমাদের মধ্যে গুলাত এবং খারেজীদের বিরুদ্ধে কঠোরতা ব্যতীত কিছুই পাবেন না আর এটাই হচ্ছে ইনসাফ... এটা হচ্ছে জুলুম যে তারা কোন দলিল ছাড়াই আমাদের অপরাধের জন্য তোহমৎ দিয়ে থাকে... আর যদি আপনি কাউকে জিজ্ঞাসা করেন, কিভাবে তারা আমাদের প্রতি হুকুম জারী করল?... তারা বলবে- "বিশ্বস্ত কেউ একজন আমাকে এই প্রতিবেদন দিয়েছে"... সুবহানআল্লাহ, এমনকি যদি সেই বিশ্বস্ত ব্যক্তি আমাদের শত্রু হয় এবং আপনি যদি অন্য একজনকে জিজ্ঞাসা করেন-... তোমাদের দলিল কি যে তারা খাওয়ারিজ? তারা বলবে- "তারা মুসলিমদের কতল করেছে।" সুবহানআল্লাহ... বস্তুতঃ দাওলাহ একটা ভয়ানক যুদ্ধ, বরং অসংখ্য তীব্র যুদ্ধে আবদ্ধ ইরাক এবং শামে। আর প্রকৃতপক্ষে আমাদের জুনুদেরা দিবা ও রাত্রি কিতাল করে যাচ্ছে, এমনকি ঘুমানোর সময়ও তারা তাদের অস্ত্র থেকে আলাদা হয় না... আর তারা শহর এবং নগরে প্রবেশ করে এবং তারা লোকদের সাথে মিলিত হয়... আর এমন কোন জামাআত কিংবা জাইশ নেই যারা জাহেল লোক বা যারা ভুল করে তাদের থেকে মুক্ত... এবং প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদের মধ্যে যারা দাওলাহর হাতে কতল হয়েছে- যদি এমন কিছু ঘটে থাকে - তবে এটি এই ধরণের লোকদের কারণে হয়েছে... কারণ জাহেল ব্যক্তি তার জাহালতের দরুন কতল হয়েছে এবং যে ভুল করেছে সে তার ভুলের কারণে কতল হয়েছে... আর নবী ﷺ কতবার সাহাবাদের দ্বারা নিহত ব্যক্তিদের হত্যা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করেছিলেন?... এর সাথে যোগ করুন সেই ঘটনাগুলির কিতালের বিষয়ে দাওলাহকে অভিযুক্ত করা হয়েছে যেটি থেকে এটি নির্দোষ... সুতরাং আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করুন আর এই ঘটনাগুলির মতো কারণগুলির জন্য আমাদেরকে খাওয়ারিজ হিসাবে বর্ণনা করা জন্য... তাবে লোকেদের এমন কি হলো যারা (অন্যান্য) গোষ্ঠীর সমস্ত ভুল ও অপরাধ এবং তাদের নৃশংসতা এবং কুৎসিত কাজগুলিকে গাফেল আর গাফেলতি করে... তারা তাদের চোখ বন্ধ করেছে এবং তাদের কানে তাদের আঙ্গুল দিয়েছে, তারা তাদের পোশাকের নীচে লুকিয়েছে এবং তাদের মুখ বন্ধ রেখেছে... আর তারা দাওলাহর ত্রুটিসমূহের চর্চা করেছিল এবং এর ভুলগুলি তালাশ করেছিল... তারা দিবারাত্রি একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা অনুসন্ধান করে কোন কর্ম বা ঘটনার নিন্দা বা দোষ খুঁজে বের করার জন্য... যাতে তা অতিরঞ্জিত এবং বিবর্ধিত এবং নাটকীয় হয়, পুনরাবৃত্তি এবং প্রচারিত হয়... তারপর সেই ক্রিয়াটি দাওলাহর একটি সিফাত এবং এর মানহায এবং দ্বীন হিসেবে (প্রচার করা হয়)... সুতরাং আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় করুন হে আল্লাহ্‌র বান্দা!... হে আল্লাহ্‌, আমরা আপনার কাছে আমাদের উপর মানুষের জুলুমের অভিযোগ করছি... হে আল্লাহ্‌, তারা দাবী করেছে যে দাওলাহ আল্লাহ্‌র শরীয়্যাহ আরোপণ প্রত্যাখ্যান করে, কতই না অপমানজনক দাবি এটা!... দাওলাহ পশ্চিম এবং পূর্বে, কৃষ্ণ এবং লোহিতদের বিরুদ্ধে কিতাল করে, আর এটা আল্লাহ্‌র শরীয়্যাহ দ্বারা হুকুমত করার কারণ ছাড়াই তলোয়ার দ্বারা আঘাত করে?... প্রকৃতপক্ষে, দাওলাতুল ইসলাম আল্লাহ্‌র শরীয়াহর হুকুমতকে উপেক্ষা করে না, আর যারাই আল্লাহ্‌র শরীয়্যাহর হুকুমতকে অস্বীকার করে তারাই কুফরী করেছে... বস্তুতঃ এই মূর্খরা তাদের উদ্যোগকে এমনভাবে তৈরি করেছে যেন তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র শরীয়্যাহ, এবং যারাই কোনো বৈধ কারণে তাদের রদ্দ করে তারাই আল্লাহ্‌র শরীয়্যাহকে রদ্দ করেছে!... মহিমান্বিত আপনি (হে আল্লাহ্‌), মহিমান্বিত তুমি, আর এটা হচ্ছে মহা অপবাদ! প্রকৃতপক্ষে, দাওলাহ আল্লাহ্‌র শরীয়াহর হুকুমতকে উপেক্ষা করে না, মা'যাল্লাহ!... এটা ছিল একটা সাধারণ আদালতের বিষয় আর যা এটা এক দিনের জন্যও রদ্দ কিংবা প্রত্যাখ্যান করেনি। এর একটা উদাহরণ হচ্ছে-... - আবু উবাইদা আল বিন্নিশী হত্যার মামলা এবং মুহাম্মাদ ফারিস আল হালাবী হত্যার মামলা আহরারের পক্ষ হতে – রহিমাহুমুল্লাহ... এবং কাজী ছিলেন তাদের পক্ষ হতে আবু আবদুল মালিক... লিওয়া আত-তাওহীদের চেকপয়েন্টের মামলা যারা দাওলাহর থেকে এলাকা দখল করেছিল, আর কাজী ছিলেন হাসসান তাদের তরফ থেকে... লিওয়া আত-তাওহীদের মামলা যখন তারা দাওলাহর থেকে ২ জনকে হত্যা করেছিল, এবং বিচারক তাদের তরফ থেকে ছিল... জাবহাত আল জাওলানীর মামলার ক্ষেত্রে, যখন তারা আতিয়্যাহ আল আনজীকে হত্যা করেছিল, যিনি দাওলাহর একজন শরয়ী ছিলেন... ইসলামী প্রশাসনের খিদমতের বিষয়ে জাবহাত আল জাওলানীর সাথে একটি সাধারণ আদালতও গঠিত হয়েছিল... আবু আনাস আল ইরাকীর হত্যা চেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্তদের মামলায় আহরার সুরিয়ার সাথে একটি আদালত গঠিত হয় এবং কাজী ছিলেন মাহমুদ আবু মালিক তাদের তরফ থেকে... সুতরাং কেউ যেন আমাদের অপমান না করে, কিংবা আমাদেরকে এই বলে অভিযুক্ত না করে যে আমরা কাজী এবং হাকিম হলেই আমরা গ্রহণ করব... কখনো না, বরং লোকেরা সাধারণ আদালতকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত নিয়ে এসেছে... এর মাধ্যমে তারা তাদের উদ্যোগকে এমনভাবে তৈরি করেছিল যেন তারা হচ্ছে আল্লাহ্‌র শরীয়্যাহ, আর এটা রদ্দ করা হচ্ছে আল্লাহ্‌র শরীয়্যাহকে রদ্দ করা... আর এভাবে একটা দাগযুক্ত তলোয়ার দাওলাহর উপর ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল... হ্যাঁ, এটা হতে পারে যে এই উদ্যোগগুলির দ্বারা সমর্থনকারী এই ধরনের একটি স্বাধীন আদালতের প্রথম হুকুম হবে দাওলাহর শাম খুরুজ হওয়ার দাবি... যেমনটি স্যাটেলাইট চ্যানেলে তাদের একজন প্রবীণ বলেছেন - আর এটি হায়েনা, শিয়াল এবং নেকড়েদের হাতে তুলে দেওয়া; খিয়ানতকারী, চোর এবং গাদ্দারদের কাছে... একটা বিষয় যার মাধ্যমে এটা মাথার খুলি ভাঙছে, ঘাড় আঘাত করছে এবং পেটের কেটে ফেলছে... লোকেরা আর কিছু চায় না শুধুমাত্র একটা জিনিস ছাড়া - হঠকারিতা ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে দাওলাতুল ইসলামের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা এবং এর পতন ও নির্মূল দেখতে চাওয়া... তারা শান্তিবাদী ষড়যন্ত্রের পথ পাড়ি দিতে শুরু করেছিল আর তারা ভেবেছিল যে তারা দাওলাহর বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দেবে... আর এর আশেপাশে থাকা জুনুদদের বিভক্ত করে দিবে এবং তারা অক্ষম হয়েছিল এবং তারা ব্যর্থ হয়েছিল... তাই যখন তারা এটাকে তাকওয়াবান ও সম্প্রসারিত হতে দেখেছিল তখন তারা বল প্রয়োগ করেছিল আর তারা ভেবেছিল যে তারা এটাকে কয়েক দিন বা কয়েক ঘন্টার মধ্যে মুছে ফেলবে... তাই তারা সমগ্র শামে একটি পূর্ণাঙ্গ সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করেছিল... যা তারা একটি বিদ্বেষপূর্ণ এবং নোংরা মিডিয়া হামলার মাধ্যমে দাওলাহর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য এবং এর বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য প্রশস্ত করেছে... তারা তাদের ডঙ্কাগুলো একত্রিত করেছিল এবং সমস্ত স্যাটেলাইট চ্যানেল ব্যবহার করলো এবং তারপর গাদ্দারী ও খিয়ানতের প্রচারণা শুরু করলো... আর তাই তারা অবাক হয়ে দেখল যে দাওলাহ তাদের প্রত্যাশার চেয়ে শক্তিশালী ছিল আর তারা এটা ভাঙতে সক্ষম হয়নি... তাই তারা একে অপরের উপর আঘাত করতে লাগল এবং দোষারোপ করতে লাগল, অভিযোগ করতে

লাগল এবং ক্রন্দন করতে লাগল... আমলা করল মিথ্যা, অপবাদ, পিঠে ছুরিকাঘাত, বিকৃতি এবং মানহানির প্রচারণার ধারাবাহিকতার মাধ্যমে... যা আল জাওলানীর শরয়ী এবং তার শূরা সদস্যের বক্তৃতায় সারাংশ ছিল... আবু আবদুল্লাহ আশ-শামী, কাজ্জাব যার কালিমা শুধুমাত্র একবার শুনেছি আর আমি মোটামুটি ৪০টা মিথ্যা গণনা করেছি... এখানে আমি তার কিছু উল্লেখ করবো যার জন্য আমি তাকে মুবাহালার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর তার এই মুবাহালায় সম্মত হতে হবে যদি সে সত্যবাদী হয়... তাই হে মুসলিম নিরাপদ থাকুন এবং কাজ্জাবদের উপর আল্লাহর লা'নতের প্রার্থনা করুন...

হে আল্লাহ্, বস্তুতঃ আবু আবদুল্লাহ আশ শামী আমাদের বিষয়ে দাবী করেছে যে... আমরা এই বিষয়টা শায়খ (আয়মান) আয যাওয়াহিরির কাছে নিয়েছি আর এই যে উভয় তরফ হুকুম এবং কাজী নিয়ে সন্তুষ্ট ছিল... যে দাওলাহ মিথ্যা এবং তাদলিসের (প্রতারণার) মাধ্যমে অনুমান নির্ভর হয়ে বলে যে তার মানহায সহিহ... আর তা এই যে এটা একটা প্রচারণা শুরু করেছে যেখানে জিহাদের নেতাদের বিকৃত আক্বিদাহ সামরিক ক্যাম্পগুলির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক এবং তীব্র আক্রমণের সাথে শামে গাজওয়াহ শুরু করে... যখনই কেউ এর বিরোধিতা করে বা পরামর্শ দেয়, এটা সর্বাত্মকভাবে তাকে উৎখাত করার জন্য কাজ করে... আর এর নীতি হচ্ছে গাদ্দারী এবং খিয়ানত করা... আর এটা অঙ্গিকার এবং চুক্তি ভঙ্গ করে... এর নীতি হচ্ছে মিথ্যা অঙ্গিকার করা... এটা এর জুনুদের বোকা বানিয়ে জাবহাত আন নুসরাহর বিরুদ্ধে পরিবর্তন করে আর তাদেরকে এটা বিশ্বাস করায় যে জাবহাত আন নুসরাহ হচ্ছে সাহাওয়াত... এই যে দাওলাহ বারংবার আবু খালিদ আস সুরিকে হুমকি দিয়েছে... এই যে এটা শরীয়াহ আদালতে যেতে অস্বীকার করে... এই যে তারা কাফিরের সাথে বসেছে শুনে কিছু লোককে কুফরের তাকফীর ঘোষণা করে... সে দাবী করেছে যে দাওলাহ সন্দেহ, অনুমান এবং সম্ভাব্যতার আর শিনশিনাহর (গুজবের) উপর ভিত্তি করে অন্যদের কাফির তাকফির করে... এই যে যারাই এর বিরোধিতা করে তারাই সাহাওয়াজী... এই যে এটা রাক্কাহতে স্নাইপার বসিয়েছে মুসলিমদের হত্যা করার জন্য যারাই তা পার হয়ে যায়... এই যে শায়খ উমার আশ শিশানী ওয়াদা ভঙ্গ করেছে যা তিনি আবু খালিদ আস সুরিকে করেছিলেন... এই যে দাওলাহ সেই সকল মুহারিবদের মিল্লাহ থেকে খারিজ বলে মনে করে যারা তার সাথে কিতাল করে... এই যে এটা আনুষাঙ্গিক, মিল, সম্ভাবনা এবং অনুমানের উপর ভিত্তি করে কাফির তাকফীর করে... যে এটি লোকদের তাদের আক্বিদাহর বিষয়ে পরীক্ষা করে এবং এটা আহলে ইসলামদের হত্যা করে কিন্তু আহলে আওসানদের (মূর্তিপূজক) ছেড়ে দেয়... এই যে এটার সিফাত হচ্ছে তাকিয়া, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, গাদ্দারী, মিথ্যা ওয়াদা এবং অবাধ্যতা... এই যে এটা মান্য করা এবং আল্লাহ্র শরীয়াহতে দাখিল হতে অস্বীকার করে... এই যে এটা অন্যান্যদের প্রতি আক্রমণ এবং নির্যাতন শুরু করেছে...
এই যে এটা বিবেচনা করা হচ্ছে জিহাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধা এবং নুসাইরি আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ঢাল... হে আল্লাহ, আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে যা ইতোপূর্বে আপনার বান্দা আবু আবদুল্লাহ আশ শামী থেকে উল্লেখ করেছি দাওলাহর বিরুদ্ধে সবই মিথ্যা এবং বানোয়াট... আর না এটা এর মানহায আর না এটা এর আক্বিদাহ আর না এটা এসব কিছু করার চিন্তা করে থাকে, বরং এটা যারা এই ধরনের কাজ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করে... হে আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে থেকে যেই মিথ্যা বলছে তার উপর আপনার লা'নত, আর তার মাধ্যমে আমাদের একটা নিদর্শন দেখান এবং তার মাধ্যমে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করুন... হে আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে থেকে যেই মিথ্যা বলছে তার উপর আপনার লা'নত, আর তার মাধ্যমে আমাদের একটা নিদর্শন দেখান এবং তার মাধ্যমে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করুন... হে আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে থেকে যেই মিথ্যা বলছে তার উপর আপনার লা'নত, আর তার মাধ্যমে আমাদের একটা নিদর্শন দেখান এবং তার মাধ্যমে একটি উদাহরণ সৃষ্টি করুন... হে আল্লাহ্, যারাই জিহাদ এবং মুজাহিদদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে, তার চক্রান্ত তার গলায় চাপিয়ে দিন... এবং তার ভিতরের বিষয়সমূহ উন্মোচন করে দিন, তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দিন আর যারা বিবেচনা করে তাদের জন্য একটি উদাহরণ তৈরি করুন... হে আল্লাহ্ তার উপর অসুস্থতা এবং বালা প্রেরণ করুন... আর আল্লাহ তার কাজ সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না। [১২:২১]